আকাশ প্রদীপ
শিবাণী চিত্রম-এর নিবেদন

শ্যামলাল জালান নিবেদিত

শিবানী চিত্রমের উপহার

কনক মুখার্জী
রচিত · প্রযোজিত ও পরিচালিত

আকাশ প্রদীপ

সংগীত
রবীন চ্যাটার্জী

আলোকচিত্রশিল্পী : দেওজীভাই

শিল্পনির্দেশনা : সুনীল সরকার

সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দ-পুনঃযোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ

রূপসজ্জা : ত্রিলোচন পাল, দেবী দাস হালদার

স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ

নৃত্যপরিচালনা : সুনীল ব্যানার্জী

পটশিল্পী : নবকুমার ও বলরাম

আলোকনিয়ন্ত্রণে : হরেন গাঙ্গুলী

পরিচয় লিখন : রতন বরাট

যন্ত্রসঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেস্ট্রা

নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীত : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মিণ্টু দাশগুপ্ত, অরুণ দত্ত, অনিল দত্ত, সৌরেন রায়।

গীতিকার : প্রণব রায়

সর্বাধ্যক্ষ : নির্মলেন্দু ভদ্র

প্রচার পরিচালনা : সুকুমার ঘোষ

ব্যবস্থাপক ও প্রধান সহকারী পরিচালক : পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী

সম্পাদক : অমিয় মুখোপাধ্যায়

ভূমিকায়

বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যারাণী, অসিতবরণ সাবিত্রী চ্যাটার্জী, তরুণকুমার, বিকাশ রায়, কালী ব্যানার্জী, মলিনা দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, লিলি চক্রবর্তী, ভানু ব্যানার্জী ও নবাগতা সুস্মিতা

মনি শ্রীমানি, নৃপতি চ্যাটার্জী, নবকুমার, পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী, সুশীল দাস, বীরেন চ্যাটার্জী, নির্মলেন্দু ভদ্র, অশোক মুখার্জী, অমূল্য সান্যাল, সুনীল ব্যানার্জী, কুনাল মুখার্জী, বুবু গাঙ্গুলী, অশোক মৈত্র, অজিত গাঙ্গুলী ও আরও অনেকে।

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : শ্রীশংকর ভদ্র ও দিলীপ নন্দী

আলোকচিত্রগ্রহণে : শক্তি ব্যানার্জী

সম্পাদনায় : শক্তিপদ রায়, বুলু

শিল্পনির্দেশনায় : রবী দত্ত

শব্দগ্রহণ (সংলাপ) : সৌমেন মুখার্জী, ঋষি ব্যানার্জী, পাঁচু মণ্ডল

সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দ পুনঃযোজনা : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনায় : বিশু রায় ও যোগেশ বসাক

আলোকনিয়ন্ত্রণে : সুধীর, সুনীল, অবনী অভিমন্যু প্রভৃতি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

নন্দলাল জালান, হরটিকালচারাল এণ্ড এগ্রিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া। ওঁইন এম্পোরিয়াম, মঞ্জরুপা, কালীপদ ভট্টাচার্য্য, মিঃ চার্চিল (সেক্রেটারী) ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব, হসপিট্যাল এ্যাপ্লায়েন্সেস, এইচ. এস. সি. মেহতা।

ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে এবং টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং আর. বি. মেহ্‌তার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত।

জালান প্রোডাকসন্স পরিবেশিত

কাহিনী

আকাশ প্রদীপ—কেউ জ্বালে মাটির বুক থেকে হারিয়ে যাওয়া মানুষকে তার ফেলে যাওয়া স্নেহনীড়ের নিশানা দেখাতে। আর কেউ দুঃখের আঁধার গগনে জেলে দেয় আশার দীপ। —তারই নিঃস্বার্থ সংগ্রামের নিশান হ'য়ে আকাশের নাগাল পাবার নেশায় রাতভোর জেগে থাকে স্বপ্নের দীপ।....

হ্যাঁ,—রাতভোর। সে রাত দুঃখের, অভাবের। তাইতো, নির্মলা আর তার ছোট ছেলে নন্দ মিথ্যা সম্মানের মায়াজাল ছিন্ন ক'রে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যায় তাদের স্বপ্নকে সার্থক ক'রে তুলতে। নির্মলার সাধ, তার বড় ছেলে নবীন, উকিল হবে, তার স্বামীর মতই। এক ডাকে সবাই তাকে চিনবে। নন্দর স্বপ্ন—দাদাকে উকিল করে তুলতেই হবে। তার বিনিময়ে ভাগ্য যা দাম চায় তাই সে দেবে। ঠান্‌দি, যার বাড়িতে নির্মলা তার স্বামীর মৃত্যুর পর সহায় সম্বলহীন হ'য়ে আশ্রয় খুঁজছিল, পেয়েছিল মাতৃস্নেহ। সামর্থ্য ঠান্‌দির বেশি ছিল না তবু সদা সর্বদাই ওদের অভাব অনটনের আঁচ থেকে আগলে রাখবার চেষ্টাতেই তিনি সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকতেন। ঠান্‌দির আর দু'ঘরের ভাড়াটে হেমন্ত ডাক্তার, টাইপ-রাইটার মিস্ত্রী হরিচরণ আর তার মেয়ে হাসি। এরাও সবসময়েই নির্মলার সাধ আর নন্দর স্বপ্নকে সফল ক'রে তুলতে চাইতো। হাসি মনে-মনে ভালবাসতো নন্দকে। বাসতো বই কি! তাইতো প্রতি সন্ধ্যায় নির্মলার শঙ্খধ্বনি মুখরিত মঙ্গল মুহূর্তে ঠান্‌দির সঙ্গে সে ছাদে উঠতো—নন্দর আকাশ প্রদীপকে উচিয়ে ধরতে। তাইতো ঠান্‌দির জপের সময় নন্দর সুরে সুর মিলিয়ে সে শ্যামসুন্দরের কাছে প্রার্থনা জানাতো—"পার করে দাও দুঃখের পাথার।"

নন্দর রোজগারে বাড়ির সবাই খুশী হ'য়ে উঠলো, শুধু একজন ছাড়া সে নবীন।

অভাব তাকে নামিয়ে এনেছে সমাজের নিচুতলায় তবুও তার আভিজাত্যের মিথ্যা দম্ভ নিষ্ঠুর বাস্তবের সামনে মাথা নোয়াতে রাজী হয় না। খুশীলালের আসল পরিচয়—সে খেলনাওয়ালা নয়। এই দুনিয়ার অসৎ পথের সওদাগর সে। শহরের পথঘাট থেকে অসহায় সৎ ছেলেদের ফুস্‌লে নিয়ে আসে তার আড্ডায়, বাধ্য করে তাদের শয়তানের গোলামী করতে। আড্ডার মেয়ে ময়না। এই পাপের পঙ্কিলতায় ভরা পৃথিবী সে চায় না। তবুও সে এখানেই থাকে—প্রতীক্ষা করে কবে এ শয়তানীর খেলা শেষ হবে—কবে সে তার প্রেমিক খুশীলালকে খুঁজে পাবে।

খুশীলালের জালে ধরা পড়ে নন্দ। নিরুপায় হ'য়ে নিষ্ঠুর সর্দারের নির্দেশে পরস্ব অপহরণ করতে সে বাধ্য হয়। সুযোগ পেলেই ময়না নন্দকে লোভ দেখায় ফিরে যাও ফেলে আসা পৃথিবীতে। নন্দ শ্যাম-সুন্দরের কাছে চোখের জলে অভিযোগ করে, এ খেলা তুমি বন্ধ কর ঠাকুর। দয়াল ঠাকুর সদয় হন।

মহাভারত অপেরার অধিকারী তার দলের নতুন নাটকের জন্যে কেষ্ট খুঁজতে পথে নেমেছেন। নন্দ পকেট মারতে গিয়ে তার হাতে ধরা পড়েছে। ননীবাবু তাকে থানায় নিয়ে যাননি, নিয়ে গেছেন তার অফিস ঘরে মোশানের সান্ দিয়ে যাত্রার অ্যাক্টর ক'রে তুলতে চেয়েছেন।

মাসের পর মাস কেটে গেছে। যাত্রার আসরে নন্দ পেয়েছে নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা··· Universityতে নবীন পেয়েছে ওকালতীর তখ্‌মা। —তবু সংসারের অভাব ঘোচেনি। নন্দ ছমাসের বায়না নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যাত্রা গেয়ে বেড়াচ্ছে। নবীন মায়ের অনুমতি নিয়ে চাকরী করতে কলকাতার বাইরে চলে গেছে। খুশীলাল হার মানতে রাজী হয় না, তার দল থেকে ছুটে যাওয়া দুশমনকে শাস্তি দেবার জন্য শহর তোলপাড় ক'রে সে খুঁজে চলেছে।

মিস্ত্রী হরিচরণ একদিন সান্যাল সাহেবের বাড়িতে টাইপরাইটার সারাতে আসে। ব্যারিস্টার ত্রিলোচন সান্যাল, সমাজের ওপর-তলায় তার বাস। এখানেই হরিচরণ দেখা পায় নবীনের। জানতে পারে—ব্যারিস্টার সাহেব তার একমাত্র সন্তান শিখার বিয়ে দিতে চেয়ে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। —"পাত্র চাই। একজন সুদর্শন, শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান এবং সৎ যুবক চাই। —ছেলেটি উকিল হবে—তিনকুলে তার আপন বলতে কেউ থাকবে না।" মিথ্যা আভিজাত্যের মোহ আর বড় হবার লোভ নবীনকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ক'রে তোলে। মিথ্যে পরিচয়ের মূলধনে সে কিনতে চায় মর্যাদা—তাই, শিখাকে বিয়ে করেই এ বাড়িতে তার ঠাঁই করে নিয়েছে। হরিচরণ অবাক হ'য়ে ভাবে, এ কী দুনিয়া! ভালবাসা, মায়া-মমতা — এসব নিতান্তই মূল্যহীন! টাকাই সব!

ঠান্‌দি ভাঙ্গা স্বপ্ন বুকে নিয়ে কাঁদে।···

নির্মলা চোখের জলে ভেসে বিভোর হয়ে যায় বধূবরণের স্বপ্নে।·····

দেয়া-নেয়ার জমা খরচের খাতায় চাওয়া পাওয়ার অঙ্কের অমিল বর্তমানের ব্যর্থতা নিয়ে মৌন হ'য়ে শুধু শুভলগ্নের পথ চেয়ে থাকে।·····

হারানোর ব্যথাকে ফিরে পাওয়ার খুশীর রঙে-রঙে রঙীন ক'রে তোলার লগ্ন আসবে কি?·····

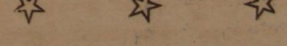

(১)

পান ! চাই পান।
সাঁচি মিঠে বাংলা খিলি বলুন কি চান ?
এই শহরের পথে পথে কত অপচয়
মশলা দেওয়া এ পান আমার দামী কিছু নয়।
ও দিদিভাই
এক খিলি পান নাও না কিনে মাত্র দু'পয়সায়
লিপষ্টিকের কাজ করবে এ পান অনেক যে সস্তায়
দুটি পয়সা দাও (আর) একটি খিলি নাও,
দু'পয়সাতেই বাঁচবে জেনো এ গরীবের জান।
পান ! চাই পান।
ও দাদা !
হাসি কেন নেইকো তোমার বাসি মুখে ভাই ?
ঘরে বুঝি চাল বাড়ন্ত বলার উপায় নাই।
গরীবের এই হাল সে তো আছেই চিরকাল,
পানের রঙে মুখ রাঙিয়ে বাঁচাও তোমার মান।
পান ! চাই পান।
মোদের ঘরেও মা-বোন আছে
আছে পেটের জ্বালা
ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও হলাম ফিরিওয়ালা।
পথের মোড়ে পান বেচি
(আর) দুঃখে চালাই দিন,
গরীবের কি বেঁচে থাকাও আজকে
বেআইন ?
হায়রে দুনিয়ার এই কি বিচার !
ফেরিওয়ালাও হ'লো কি
চোর-গাঁটকাটার সমান ?
পান ! চাই পান !

(২)

বড়দিনের রাতে
দেখা তারি সাথে
রূপ দেখে মনে হল জ্যান্ত পরী।
হোক না খ্যাঁদা সে
কালো কি ফ্যাকাশে
তবু সে এ চোখে আহা মরি মরি ॥
রূপসী আইবুড়ি বয়সে তিন কুড়ি
ওজনে পাকাপাকি সাড়ে তিন টন্।
পায়েতে বাত ছিল বাঁধানো দাঁত ছিল
প্রথম দেখায় ভাই হারিয়েছি মন।
প্রাণ আইঢাই চোখে ঘুম নাই
কোন্ দেশে গেলে বল তারে খুঁজে পাই—
আলাস্কা মোম্বাসা মেক্সিকো
যেথা খুসি যা—যা—যা—

* * * * * *

ও তুই শুকনো ফুলে মালা
গাথিস্ নে মিছে আর
প্রাণেরই গুলবাগে আমি বাহার।
আজ পিয়ালা ভরে নে মহব্বতের
কে বাদশা হবি আয় একটি রাতের,
মজা লুটে নে রং-ভরা এই দুনিয়ার ॥

(৩)

আলো করে দাও সকল আঁধার
পার করে দাও দুঃখের পাথার।
মোহনমুরারী ও গিরিধারী
ভাঙা এ তরী মোর চালাতে না পারি,
কাণ্ডারী হও গো আমার
মুরারী কাণ্ডারী হও গো আমার।
দীনদয়াল—নাম তো মিছে নয়
দীনজনে প্রভু যেন দয়া হয়
আমার আকাশে তুমি হও ধ্রুবতারা
জ্বালো গো দীপ আশার
মুরারী জ্বালো গো দীপ আশার।

(৪)

মাগো—মাগো—
তুমি অমন করে ডেকো না আমায়।
তোমার চোখের জলে পথ যে আমার
পিছল হয়ে যায়।
আমার কেবল মনে পড়ে
প্রদীপ জেলে দাঁড়িয়ে আছ ফিরব কখন ঘরে,
যেন গোকুল ডাকে হাত বাড়িয়ে
আয়রে ফিরে আয় ॥
মথুরাতে এসেছি গো তোমারে পর করে
বাইরে আমি রাজা, তবু ভিখারী অন্তরে !
মুখ বুজে মা থাকি
অন্তরে যে কেঁদে কেঁদে মা বলে আজ ডাকি।
শিকল-কাটা পাখি আবার শিকল ফিরে চায় ॥

জালান প্রোডাকসন্সের
পরবর্ত্তী নিবেদন

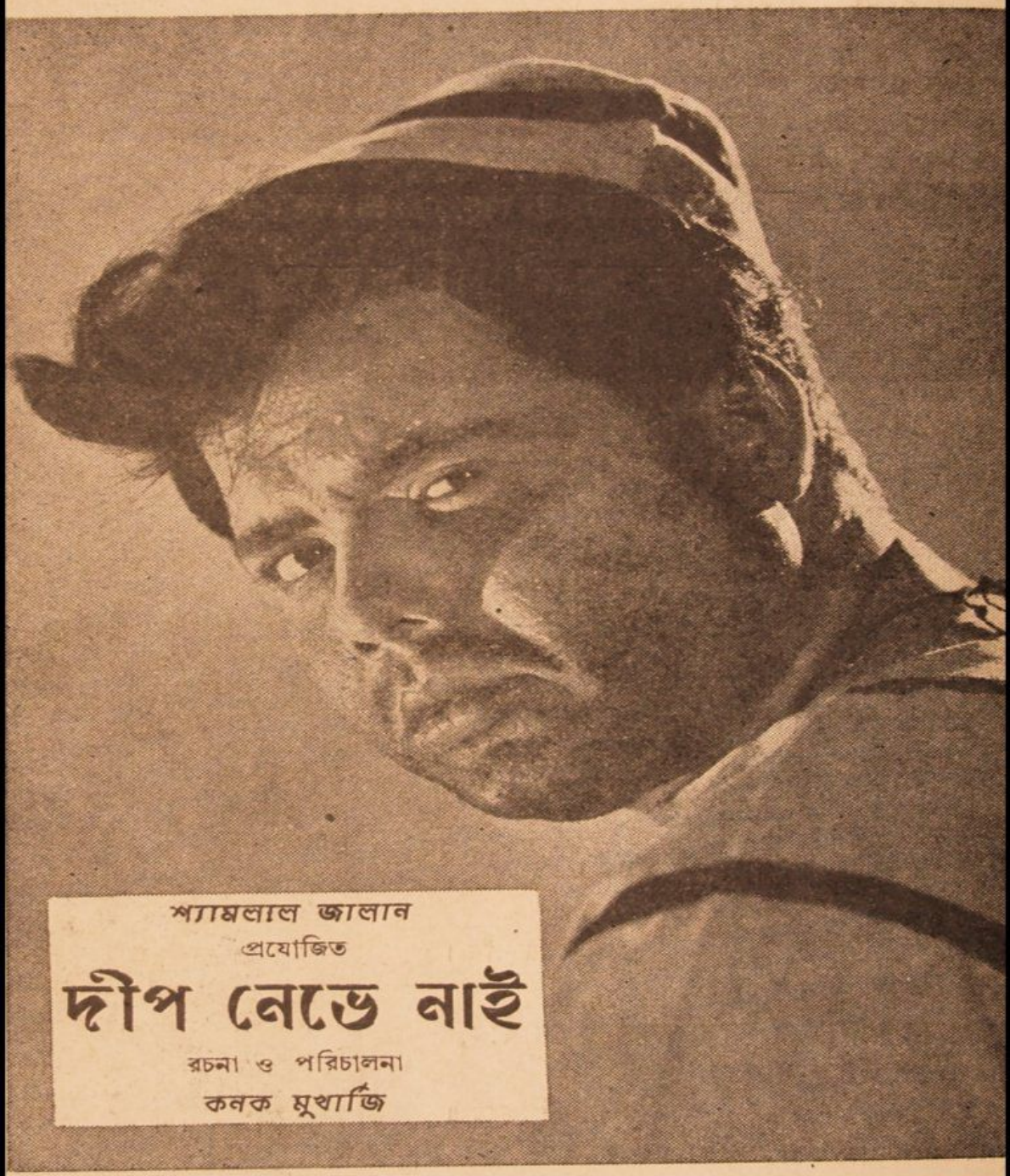

শ্যামলাল জালান
প্রযোজিত

দীপ নেভে নাই

রচনা ও পরিচালনা
কনক মুখার্জি

জালান প্রোডাকসন্স, ১৮৩/১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ কর্তৃক প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত।